তোতা মিয়া

পাহাড়ে কলা চাষ করে ব্যাপক সাফল্য

সাইফ-উল-ইসলাম শিপু

পার্বত্য জেলাগুলোতে আবাদি জমির পরিমাণ কম। বেশির ভাগই পাহাড়-টিলাবেষ্টিত ভূমি। নেই কোনও শিল্প কারখানাও, যেখানে অন্তত একটা কাজ পাওয়া যাবে। সেচের সমস্যাও প্রকট। আহার্য ও ব্যবহার্য পানি পেতেই যেখানে অনেক কাঠ খর পেড়াতে হয় সেখানে কৃষি জমিতে সেচ দেয়ার মতো পানিপাওয়া সত্যি দুরাশা। তাই শুধু অধিক উৎপাদন ব্যয়ে ধান কিংবা পাহাড়ে জুম চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করা অনেক পাহাড়ি বা বাঙ্গালীর পক্ষেই সম্ভব হয় না। তবে এই এলাকাবাসীর ভাগ্যের চাকা বদলের সুন্দর একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের চাষী তোতা মিয়া; সফল কলাচাষী হিসেবে বর্তমানে এলাকায় যিনি অধিক পরিচিত। তোতা মিয়ার দেখাদেখি খাগড়াছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙা ও মানিকছড়ি উপজেলার আরো অনেক কৃষক বিস্তৃত এলাকাজুড়ে উন্নত জাতের কলার চাষ শুরু করেছে। এভাবে কলা চাষ করে গত কয়েক বছরে সত্যিকার অর্থেই চাষীরা তাদের জীবন মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন।

তোতা মিয়ার বাগানে উৎপাদিত কলা

সফল চাষী তোতা মিয়া

রামগড় উপজেলার বল্টুরামটিলা গ্রামের চাষী তোতা মিয়া। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। ২০০৫ সালে রামগড় উপজেলার ছোটখেদা গ্রামে স্বল্প পরিসরে একখ পতিত জমিতে চারশ চারা নিয়ে প্রাথমিকভাবে সাগর কলার চাষ শুরু করেন এই তোতা মিয়া। শুরুতেই সাফল্যের মুখ দেখেন তিনি। প্রথম দফায়ই ফলন ভালো হওয়ায় বেশ উৎসাহী হন। এরপর প্রতিবেশীর পরামর্শ অনুযায়ী সাগর কলার চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে সুদূর টাঙ্গাইলের মধুপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এক সময় মধুপুরে গিয়ে কলা চাষের ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেয়ার পাশাপাশি সেখানকার কলাচাষীদের সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। চাষীদের কাছ থেকে তাদের চাষের দীর্ঘ

এলাকাবাসীর ভাগ্যের চাকা বদলের সুন্দর একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের চাষী তোতা মিয়া; সফল কলাচাষী হিসেবে বর্তমানে এলাকায় যিনি অধিক পরিচিত

সৃজনশীল ও পরিশ্রমী তোতা মিয়া পেঁপে চাষেও এলাকাবাসীর সামনে দৃস্টান্ত হতে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে তোঁতা মিয়ার বক্তব্য, 'কলার মতো পেঁপেও খুবই অর্থকরী ফসল। এটা তরকারী এমনকি রোগীর পথ্য হিসেবেও খুব উপযোগী

অভিজ্ঞতার বিষয় সমহও জেনে নেন। এভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিয়ে এসে আধুনিক পদ্ধতিতে সাগর কলা চাষ করে পান অভাবনীয় সফলতা। তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তোতা মিয়ার মতে, 'নিজের একান্ত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় মনোবলের কারণে আজ আমি সফল কলা চাষী।'

পাহাড়ে সাগর কলার চাষ করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দেন তোতা মিয়া। হৃষ্টপুষ্ট কলা গাছের সারি সারি বাগানের গর্বিত মালিক তিনি। এ রকম দৃশ্যের সঙ্গে পাহাড়ের মানুষ আগে পরিচিত ছিল না। সব সময় এলাকার লোকজন তার কলার বাগানগুলো দেখতে আসে। অনেকেই আসে কলা চাষের ওপর পরামর্শ নিতে। তোতা মিয়ার সহযোগিতা ও পরামর্শে বর্তমানে রামগড় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকেরা সাগর কলা চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। এক সময় সমতল অঞ্চল থেকেই পাইকাররা কলা এনে পাহাড়ে বিক্রি করত। আর বর্তমানে শুধু তোতা মিয়ার বাগানগুলোতে

পেঁপে বাগানে তোতা মিয়া

উৎপাদিত কলা পাইকাররা ট্রাকযোগে চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিনে নিয়ে যায়। তোতা মিয়া জানান, চলতি বছর উৎপাদন খরচ বাদ দিয়েই তার আয় হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিসরে সাগর কলা চাষের পরিকল্পনা রয়েছে তার।

স্থনীয় কৃষি বিভাগের মতে, পার্বত্যাঞ্চলের চাষীরা অধিক লাভের আশায় কলা চাষের প্রতি ঝুঁকছে। বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে খাগড়াছড়ি জেলায় যেখানে ৪৩০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ করে উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে ঠিক পরের অর্থবছরে তা বেড়ে ৪৮২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদিত হয় ১ লাখ ৪০ হাজার ২৬২ মেট্রিক টন। এ ক্ষেত্রে তোতা মিয়াকে অন্য চাষীদের জন্য উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় নির্দ্বিধায়।

কলার পাশাপাশি পেঁপে

কলা চাষের পাশাপাশি তোতা মিয়া পেঁপে চাষও শুরু করেছেন। এখন স্বল্প পরিমাণে করলেও পর্যায় ক্রমে আরো সম্প্রসারণ করার চেস্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এলাকাবাসী বলতে শুরু করেছে সৃজনশীল ও পরিশ্রমী তোতা মিয়া পেঁপে চাষেও এলাকাবাসীর সামনে দৃস্টান্ত হতে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে তোঁতা মিয়ার বক্তব্য, 'কলার মতো পেঁপেও খুবই অর্থকরী ফসল। এটা তরকারী এমনকি রোগীর পথ্য হিসেবেও খুব উপযোগী। আর আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে এই পাহাড়ী জমিতে পেঁপে চাষের সম্ভাবনাও ব্যাপক।'

ভবিষ্যতে অন্যান্য স্থানীয় জাতের সবজি ও ফসলের চাষ করার চিন্তা ভাবনা তার রয়েছে। কমলা, আপেল ও আঙ্গুরের মতো বিদেশী ফলের চাষ করা যায় কীনা তা খোঁজ খবর করছেন। স্থানীয়দের মতে একাগ্রতা আর নিষ্ঠা দিয়েই তোতা মিয়া তার দারিদ্রের দিন বদলে ফেলেছেন স্বচ্ছলতার রঙ্গে। অন্যদিকে তোতা মিয়া বলেন, 'একাগ্রতার সঙ্গে চেস্টা করলে যে যেখানেই আছে সফল সে হবেনই'।

যেখানেই আছে দিন বদলের চেষ্টা সেখানেই আছি আমরা

banglalink™
An ORASCOM TELECOM Company